দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

নতুন ক্লাস নতুন বই

উৎসবমুখর পরিবেশে নতুন শিক্ষাবর্ষের যাত্রা

চট্টগ্রাম : বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই হাতে পেয়ে মায়ের কোলে বসে পাতা উল্টাতে শুরু করে খুদে এই শিক্ষার্থী। ছবিটি লাভলেইন রোড থেকে তোলা। —মোস্তাফিজুর রহমান

■ নিজামুল হক

সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন অতিবাহিত হল। গতকাল রবিবার শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয় নতুন বই। তাই শিক্ষার্থীরাও ছিল উচ্ছ্বসিত।

এবারও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সব নতুন বই পাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের বেশিরভাগ শিশুই প্রথম দিন স্কুলে আসে বাবা-মায়ের সাথে। শিক্ষার্থীরা বই পাওয়ার পরই বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেয়। নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকতেই ভালো লাগে-জানালো রাজধানীর একটি সরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সায়লা। গতকাল প্রথম দিনে ক্লাস তেমন না হলেও শিক্ষার্থীরা বই নিয়ে নতুন ক্লাসে যায়। ক্লাসে শিক্ষকের উপস্থিতি তেমন ছিল না। শিক্ষার্থীদের ক্লাস করার আগ্রহও ছিল কম।

সরকারিভাবে ঘোষণা দেয়ায় ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। ঘড়ির কাঁটায় সময় মিলিয়ে শিক্ষার্থীরা হাজির হয় স্কুলে। বই নেয়ার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। খাতায় হাজিরা দিয়েই বই সংগ্রহ করে। আনন্দের জোয়ারে ভেসে ওঠে ছোটদের ক্যাম্পাস। শিশুরা নতুন বই পাওয়ার সাথে সাথে আনন্দে নেচে উঠে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণী অনুষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদ্বোধন করেন। পরে তিনি মতিঝিল গভ. বয়েজ স্কুলের ছাত্রদের মাঝে বই বিতরণ করেন।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ ও মতিঝিল গভ: বয়েজ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নেচে-গেয়ে, আনন্দ-উল্লাস করে, প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নেড়ে, বেলুন উড়িয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। নতুন বই পেয়ে তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত। এ সময় শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৫

নতুন ক্লাসে নতুন বই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ, এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বছরের প্রথম দিনে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেয়াকে নববর্ষের বিশেষ শুভেচ্ছা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটি শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সাম্প্রতিক পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল তার প্রমাণ। বই নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি, দুশ্চিন্তা, অর্থদণ্ড দূর হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের পড়ার প্রতি মনোযোগ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমেছে। বিশাল সংখ্যক বই ছাপিয়ে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে পারা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলেও ইতিমধ্যে তা রুটিন কর্মসূচিতে রূপ নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৯ ডিসেম্বর গণভবনে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে ২০১২ সালের নতুন পাঠ্যবই তুলে দিয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

২০১২ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, এবতেদায়ী, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের তিন কোটি ১২ লাখ ১৩ হাজার ৭৫৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩১৬টি বিষয়ের ২২ কোটি ১৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৩ কপি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে প্রাথমিকের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের ১ কোটি ৮১ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৫৬টি বিষয়ের ১০ কোটি ৩৫ লাখ ৯৪ হাজার ৬৫১টি বই, ইবতেদায়ীর ২৫ লাখ ৫৩ হাজার ২৫৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৪টি বিষয়ের ১ কোটি ৫৮ লাখ ১৩ হাজার ৭৬৪টি বই। মাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন এবং এসএসসি ভোকেশনালের ৮৪ লাখ ২৩ হাজার ৪২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১৭২টি বিষয়ের ৮ কোটি ৫২ লাখ ৮০ হাজার ৮৩৬টি বই এবং দাখিল ও দাখিল ভোকেশনালের ১৯ লাখ ৪২ হাজার ৬৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৫৪টি বিষয়ের ১ কোটি ৬৬ লাখ ৭৭ হাজার ১৩২টি বই। কারিগরি স্তরের শিক্ষার্থীদের বিশেষায়িত ৬ লাখ ১৫ হাজার পাঠ্যপুস্তক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে মুদ্রণ করেছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) দেয়া আছে। এখান থেকে যে কেউ ডাউনলোড করতে পারবেন।

২০১২ শিক্ষাবর্ষের জন্য ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক ৪ রংয়ের কাগজে এবং আর্ট কার্ডে কভার মুদ্রণ করে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে। বাংলা বানানের সমতা বিধানের জন্য সকল পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমীর বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর বাংলা, সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য এ বছরই প্রথম 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে সকল পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করা হয়েছে।

বিড়ম্বনা ছাড়াই বই দেয়া সম্ভব হয়েছে : গণশিক্ষা মন্ত্রী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন বলেছেন, আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বই মুদ্রণের কারণে কোনপ্রকার বিড়ম্বনা ছাড়াই যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। সেইসঙ্গে সরকারের ব্যয় কমেছে এবং ছাপার মান উন্নত হয়েছে। গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন ও সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, গত বছর ৬০ শতাংশ বই বাইরে থেকে মুদ্রণ করা হয়েছিল। এবার সেটা ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ৯ কোটি ৯ লাখ ৮৯ হাজার ২৯৬টি বই এবং ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য ২ লাখ ৬৮ হাজার ৫শ বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলা মাধ্যমের জন্য ৮ কোটি ৫৬ হাজার ৫৮২টি বই নতুন ছাপানো হয়েছে।